দৈনিক বাংলা
তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

স্বনির্ভরতা অর্জনে সরকারী কর্মসূচী কার্যকর করুন : ডেপুটি কমিশনার সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

পক্ষপাত ও ভয়ের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করুন

সব পর্যায়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ডেপুটি কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছেন। খবর বাসসর।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সব পর্যায়ে উন্নতি এবং কলকারখানা ও ক্ষেতখামারে উৎপাদন বৃদ্ধি। তিনি গতকাল সকালে কেবিনেট ডিভিশনের সম্মেলন কক্ষে ডেপুটি কমি-শনারদের দুদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্মেলনটির গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিসিগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেপারেন।

তিনি বলেন, আপনাদের অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব ও ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এভাবে কাজ করলে কমিশনারদের ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

সম্মেলনে চারজন বিভাগীয় কমিশনার ও ৬৪ জন ডেপুটি কমিশনার ছাড়াও সিনিয়র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইন ও বিচারমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ, সমবায়মন্ত্রী আবদুস সালাম

(৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে দু'দিনব্যাপী জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন

পক্ষপাত ও ভয়ের ঊর্ধ্বে

(প্রথম পৃঃ পর)

তালুকদার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী এম নূরুল হুদা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফুর রহমান খান সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাবিনেট ডিভিশনের উদ্যোগে আয়ো-জিত সম্মেলনটি পরিচালনা করেন ক্যাবিনেট সচিব সিদ্দিকুর রহমান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার আবার খাল খনন শুরু করেছেন। তিনি এছাড়াও বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। কারণ কোন দেশ খাদ্যের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে পারে না।

কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য সরকার কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করে দিয়েছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কৃষকরা আবার নতুন করে ঋণ পাবেন, এতে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই।

কৃষকরা নতুন ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে যাতে ঝামেলায় না পড়ে সেজন্য তিনি জেলা প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে কৃষকদের পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ধানের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ধানের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা সফল করার জন্য ডেপুটি কমিশনারদের প্রতি আহবান জানান। দেশে প্রচুর খাদ্য মওজুদ থাকলে সরকার বিনা বাধায় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারবেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বেগম জিয়া গম ও তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে নিয়মিত কমিটি-বৈঠক করার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। এই বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না এবং কখনও কখনও কিছু সদস্য বৈঠকে অনুপস্থিত থাকছেন বলে দুঃখ প্রকাশকরেন।

চোরাচালান প্রসঙ্গে বেগম জিয়া বলেন, অবাধ চোরাচালানের ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন শিল্প।

তিনি আরো বলেন, শুধু আইন তৈরি করে চোরাচালান বন্ধ করা যাবে না। চোরাচালান বন্ধের জন্য জনগণকে বিদেশী পণ্য বর্জনের অঙ্গীকার করতে হবে। ব্যবসায়ীদেরও বন্ধ করতে হবে বিদেশী পণ্যবিক্রি।

বেগম জিয়া দেশে উৎপাদনের স্বার্থে বিশাল জনসম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়-তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অনাবাদী বা অব্যবহৃত জমির প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহারের পরামর্শ দেন। পরিত্যক্ত পুকুর-গুলোতে মাছ চাষের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা যায় বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে গণশিক্ষা কার্যক্রম ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সরকার আবার চালু করবেন। তিনি স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতির ব্যাপারে ডেপুটি কমিশনারদের সজাগ থাকারআহবানজানান।

দেশের নারী সমাজকে উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত করার জন্য সরকার কর্মসূচী নেবেন বলেও বেগম জিয়া উল্লেখ করেন।

তিনি আরো বলেন, সরকার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের সুবিধা পৌছে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপরাধীরা কোন দলের হতে পারে না এবং তারা কারো বন্ধু নয়। তিনি বিচার ত্বরান্বিত করার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।

'সর্বহারা' পার্টির সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উল্লেখ করে বলেন, সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। তিনি আসা প্রকাশ করেন যে সময় পেরিয়ে যাবার আগেই তারা এ সুযোগ গ্রহণকরবে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বেগম জিয়া